بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৫/২৫ | শনিবার, ২৫ জুমাদাল উলা, ১৪৩৯ হিজরী | ১০/০২/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হে হাসিনা! খালেদাকে রক্ষায় তার মার্কিন প্রভুরা পাশে দাঁড়ায়নি তা দেখে উচ্ছ্বসিত হবার কোনো কারণ নেই, কারণ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আপনার বৃটিশ-ভারতীয় প্রভুরাও আপনাকে একইভাবে পরিত্যাগ করবে, কারণ স্বার্থই সাম্রাজ্যবাদীদের শেষকথা, তারা কারো বন্ধু নয়

৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮, খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলার সাজা হতে প্রমাণিত হলো যে, সাম্রাজ্যবাদীদের তুষ্টির রাজনীতির শেষকথা বলতে কিছু নেই। এটা ভেবে প্রতারিত হবার কোন কারণ নেই যে, হাসিনা দেশের স্বার্থে খালেদার দুর্নীতির বিচার করেছে, কারণ সেও দুর্নীতিগ্রস্ত, বরং সে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভু বৃটিশ-ভারতের ইশারায় আরেক সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের মদদপুষ্ট খালেদাকে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে তার আদালতকে অস্ত্র হিসেবেকে ব্যবহার করেছে, যা বিশ্বব্যাপী চলমান ইঙ্গ-মার্কিন দ্বন্দের বহিঃপ্রকাশ। মার্কিনীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বৃটিশ-ইউরোপীয়ানদের প্রভাবকে খর্ব করতে তার দালাল শাসকদের ব্যবহার করছে, যার উদাহরণ আমরা সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, কাতার ও লেবানন সংকট কিংবা ইয়েমেনে প্রত্যক্ষ করেছি। এই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে না হলে কিংবা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের দালালদের সেইভাবেই পরিত্যাগ করেছে যেভাবে তারা টিস্যু পেপারকে ব্যবহার করে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে। মিশরের হুসনি মোবারক, মুরসি, লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম, ইয়েমেনে সালেহ, ইত্যাদি যার জ্বলন্ত উদাহরণ। অথচ, মুসলিম বিশ্বের শাসকবৃন্দ ইতিহাস হতে শিক্ষা নেয়না। খালেদাকে রক্ষায় তার মার্কিন প্রভুরা পাশে দাঁড়ায়নি, কারণ মার্কিনীরা অত্র অঞ্চলে তার কৌশলগত স্বার্থ দেখভালের দায়িত্ব ভারতের হাতে ন্যস্ত করেছে, এটা দেখে হাসিনার উচ্ছ্বসিত হবার কোনো কারণ নেই, কারণ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কিংবা সাধ্যের মধ্যে না হলে তার বৃটিশ-ভারতীয় প্রভুরাও তাকে একইভাবে পরিত্যাগ করবে। এই আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর জানা উচিত, তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নিকট তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই শেষকথা, তারা কারো বন্ধু নয়।

এটা ভেবেও প্রতারিত হবার কোনো কারণ নেই হাসিনা প্রমাণ করেছে যে, আইন সবার উর্ধ্বে এবং খালেদা বিচারব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এই রায়কে মেনে নিয়েছে। কারণ, এই শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে, তাদের অপরাধকে দায়মুক্তি দিতে, বিরোধী মত ও পথকে দমন করতে, ইসলামের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক শক্তিকে দমন করতে, সর্বোপরী দেশের জনগণের উপর জুলুমের দায়মুক্তির জন্য আদালতকে ব্যবহার করে। তাই, এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষার জন্য তাদেরকে বিচারব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার নাটক করতে হয়, কারণ ভবিষ্যতে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীকে ঘায়েল করতে এটিকে ব্যবহার করা হবে।

হে দেশবাসী! এই শাসকগোষ্ঠী দ্বারা আপনারা আর কত প্রতারিত হবেন! এরা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ভিশন ২০২০, ভিশন ২০৩০, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথাকথিত উন্নয়নের গণতন্ত্র, ইত্যাদি সস্তা শ্লোগাণে গলা ফাটিয়েছে, অথচ জনগণকে দিয়েছে হত্যা-গুম, দুর্নীতি-লুটপাট, চরম দারিদ্রতা, নারী নির্যাতন, শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দূর্বল করা, ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা, ইত্যাদি। তাদের প্রায় তিন যুগের রাজনীতি ও শাসন জাতিকে প্রতিহিংসা ও বিভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রদান করেনি। সুতরাং, তাদের দেয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা কিংবা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের সস্তা শ্লোগাণ দ্বারা আর প্রতারিত হবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"মুমিনগণ কখনও একই গর্তে দুইবার পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয় না।"**

জনগণের দৃষ্টি হতে প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করতে তারা একের পর এক সস্তা বিতর্কে জনগণকে সম্পৃক্ত করছে। তারা এতদিন সংবিধান অনুযায়ী হাসিনার অধীনে নির্বাচন বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, কিংবা সংলাপ, এই বিতর্কে লিপ্ত রেখেছে, এখন খালেদাকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার চক্রান্ত চলছে, এই নতুন বিতর্কে জাতিকে লিপ্ত করছে। অথচ হাসিনা-খালেদা নির্বাচনে থাকুক বা নাই থাকুক এতে কিইবা আসে যায়, এতে জনগণের অবস্থার কোন পরিবর্তন আসবে না। কারণ যতদিন বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা হতে গণতন্ত্রকে মাইনাস করা না যাবে ততদিন হাসিনা-খালেদার মতো শাসকগোষ্ঠীর উৎপাদন অব্যাহত থাকবে, যারা লুটপাট, দুর্নীতি, মানুষ হত্যা, সামাজ্যবাদীদের দালালি ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সহায়তাসহ নানা অপকর্মে তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মালিকানার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ইত্যাদি অবাধ স্বাধীনতার নামে এমন শাসকদের জন্ম দেয় যাদের স্বাধীনতার চর্চা তাদেরকে স্বেচ্ছাচারী যালিমে পরিণত করে, যা আজ হাসিনা ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তথাকথিত স্বাধীনতা মানুষকে তার খেয়াল-খুশীর দাসে পরিণত করে, তাকে নির্বোধ করে তোলে, তাই সে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যুলুমের জন্ম দেয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?"** [সুরা জাছিয়া: ২৩]

অপরদিকে, ইসলামের রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা যা স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্ধারিত, এখানে শাসক তথা খলিফা শুধুমাত্র তা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন, আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আকাঙ্খা এখানে শাসককে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাড়িত করে, তিনি দুনিয়াতে নিজেকে স্বাধীন নয় বরং আল্লাহ্'র গোলাম মনে করেন। আবু বকর (রা.), উমর (রা.)-এর মতো শাসকদের উত্থান ঘটে, যাদের ন্যায়বিচার শুধু মুসলিমদের জন্যই নয় বরং সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত বয়ে আনে।

হে দেশবাসী! এই শাসকগোষ্ঠীর অহেতুক বিতর্কের ফাঁদে পা দিবেন না, বরং, প্রকৃত সমস্যা হিসেবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করুন, এবং তা অপসারণ করে ইসলামী শাসন তথা খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসাদের নিকট দাবি তুলুন। আপনাদের বাবা-চাচা, ভাই-সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে যারা সামরিক অফিসার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করুন, তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করুন, কারণ তাদের হাতে রয়েছে পরিবর্তনের হাতিয়ার অর্থাৎ সামরিক ক্ষমতা, যা দ্বারা তারা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণে সক্ষম। এটা তাদের কাঁধে অর্পিত একটি দায়িত্ব, কারণ তারা দেশ, জনগণ ও ইসলাম রক্ষার শপথ নিয়েছেন। তাই, জনগণ ও ইসলামের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে তাদের অগ্রসর হতে হবে কিন্তু তা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান এবং সচেতন রাজনীতিবিদদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে।

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ! ক্ষণস্থায়ী পার্থিব লোভের বিনিময়ে ইসলাম ও জনগণকে পরিত্যাগ করবেন না। জনগণ ও দেশের স্বার্থরক্ষার যে শপথ আপনারা নিয়েছেন তা পূর্ণ করুন। অত্যাচারী এবং জনগণের শত্রুদের সেবক কোন যালিমকে পাহারা দেয়ার শপথ আপনারা নেননি। নয়তো আজকে যেমন দেশের নিষ্ঠাবান ও মেধাবী সেনাঅফিসারদের হত্যাকারী হাসিনার নামে সেনানিবাস উদ্বোধন প্রত্যক্ষ করছেন, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতে নতুন কোন যালিমের নামে আরও সেনানিবাস উদ্বোধন করতে হবে। ভুল জায়গায় আনুগত্য করে বা অবৈধ নির্দেশ মান্য করে ইসলাম এবং মুসলিমদের পরিত্যাগ করবেন না। **হিযবুত তাহ্‌রীর** এবং জনগণ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) আহ্বানের দিকে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে। সুতরাং, বাকি প্রত্যেকটি আহ্বান, দাবি এবং নির্দেশকে উপেক্ষা করুন। জনগণের দাবিতে সাড়া দিন, এবং সর্বোপরী, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ মান্য করুন। যালিম হাসিনা এবং আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সামরিক সহায়তা প্রদান করে মুসলিম হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الأنفال: ٢٤)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে...” [সূরা আল-আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ